24

তারিখ ... 13 AUG 1998 ...
পৃঃ ৭ কলাম ৭ ......

দৈনিক সংবাদ

এসএসসি ও এইচএসসি

# অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়ার পদ্ধতি বাতিল

রাশেদ আহমেদ ।।এসএসসি ও এইচএসসিতে সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছে। আগামী বছর থেকে ৫টি শিক্ষা বোর্ডে পৃথক প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে সকল বোর্ডে একই দিনে একই সময়ে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা বহাল থাকবে। এ ছাড়া কম্পিউটার পদ্ধতিতে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল ও আলীম পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষা বোর্ডগুলোকে দ্রুত বাস্তবায়নের জন্যে জানিয়ে দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট এক সূত্র জানিয়েছে, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিড়ম্বনা এড়াতে বোর্ডগুলোতে পৃথক প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের যুক্তি হচ্ছে, এতে করে কোন বোর্ডের অধীন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কোন স্থান থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে সারাদেশের লাখ লাখ পরীক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত বা উদ্বিগ্ন থাকবে না। প্রশ্নপত্র ফাঁস শুধু ঐ বোর্ডেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং দ্রুত ঐ বোর্ডের সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা বাতিল করে নতুনভাবে পরীক্ষা নিতেও বড় ধরনের ধকল পোহাতে হবে না।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা প্রতিরোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আরো একটি পদক্ষেপ নিয়েছে তা হলো ঃ ৫টি বোর্ডের জন্যে নির্ধারিত পৃথক প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে তা বিতরণ করা হবে লটারির মাধ্যমে। অর্থাৎ ধরে নেয়া যাক পদ্ধতি ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৭

## পদ্ধতি ঃ বাতিল

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

'আম', 'জাম', 'আনারস', 'আমলকি', 'কলা' – এই ৫ সেট প্রশ্নপত্র ছাপানো হয়েছে। এই সাংকেতিক চিহ্নের কোন্ সেট প্রশ্ন কোন্ বোর্ডের জন্য বরাদ্দ তা কেউ বলতে পারবে না – লটারির মাধ্যমে বিতরণ না হওয়া পর্যন্ত। বিজি প্রেস থেকে যদি কোন সেটের প্রশ্ন ফাঁস হয়েও যায় তাহলেও প্রশ্ন ফাঁসকারী নিশ্চিত হতে পারবে না এ প্রশ্নপত্র তার কাঙ্ক্ষিত বোর্ডের কিনা। এছাড়াও ৫ সেটের অতিরিক্ত ছাপা হবে আরো কয়েক সেট প্রশ্ন, যাতে করে কোন বোর্ডে প্রশ্ন ফাঁস হলে দ্রুত তা বদলে দেয়া যায়।

পর পর দু বছর এসএসসিতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটায় মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত বছর প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেলে সারাদেশে কয়েকটি পরীক্ষা আবার নিতে হয়েছে। এতে করে প্রতি পরীক্ষার জন্যে ৮ লাখের মতো প্রশ্নপত্র ছাপতে হয়েছে।

এবছরও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সীতাকুন্ড থেকে। ফ্যাক্স ও পত্রপত্রিকার সুবাদে তা দ্রুত সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মন্ত্রণালয় বিড়ম্বনা এড়াতে আবার পরীক্ষা গ্রহণ করেনি।

সূত্র জানায়, দেশে প্রতিবছর ১২ লাখের মতো ছাত্রছাত্রী এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এসব পরীক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোকে উদ্বেগ থেকে রক্ষার করার জন্যে এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, ৫টি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে অনিয়ম–দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অধিক গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে কম্পিউটার পদ্ধতি চালু করা হলেও মাদ্রাসা বোর্ডে তা করা হয়নি। ৫ বোর্ডের জন্যে রাজধানীর ধানমন্ডিতে কম্পিউটার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এই সেন্টার থেকেই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডেও পরীক্ষার ফলাফলে ব্যাপক অনিয়ম–দুর্নীতির অভি–যোগ উত্থাপিত হওয়ায় কম্পিউটার পদ্ধতি আগামী বছর থেকে চালু করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। ৫ বোর্ডের কম্পিউটার সেন্টারে মাদ্রাসা বোর্ডের জন্যে একটি শাখা খোলা হবে।